বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় স্থাপনায় সন্ত্রাসী হামলা ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

প্রদীপ কুমার পাণ্ডে*

Terrorist Attack on some American Installations and its impact on Bangladesh Economy: An Analysis

Pradip Kumar Pandey

Abstract: Terrorist attacks on Twin Tower at Chicago in USA on September 11, 2001 have far reaching impact on the global economy. It is difficult to assess the negative impact of this incident on the economy that had happened only six months ago. But one thing is clear that it is not be confined to US only, its impact rather progressively cast shadow over the economy of both the poor and the rich countries. The USA (United States of America) is the main development partner and the single largest export market of Bangladesh absorbing about 39 percent of our total exports. US helps Bangladesh whenever the latter seeks help on acceptable reasons. The negative impact of the incident of the 11th has already been prevalent in Bangladesh economy. This paper attempts to critically examine the impacts of the terrorist attacks on Bangladesh economy and suggests recommendations in order to overcome the problem.

১. ভূমিকা

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ আমেরিকার টু-ইন টাওয়ার, ওয়াশিংটনের পেন্টাগন এবং পেনসিলভানিয়ায় মারাত্মক বিমান হামলার ফলে হতাহত হয়েছে আমেরিকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে এ ধরনের নাটকীয় হামলায় বিশ্ববাসী বিস্মিত, মর্মাহত এবং স্তম্ভিত। এই হামলায় শুধু আক্রান্ত হয়নি আমেরিকা, পরোক্ষভাবে তার বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা বিশ্ব-অর্থনীতি। কারণ সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির মোট জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আসে আমেরিকার অর্থনীতি থেকে। হামলার ফলে মার্কিন শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে এবং মার্কিন অর্থনীতি সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। হামলা পরবর্তী মার্কিন অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শিকাগোভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বিপণন সংস্থা Andrew-Ward Inc. এর প্রধান জন এ ক্যাসলিওন (John A. Caslione) বলেন, "The US economy may actually be destined for a much deeper decline before it begins to emerge into more positive territory"।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মার্কিন অর্থনীতির মন্দাভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। কারণ আমেরিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর অন্যতম এবং বাংলাদেশের রপ্তানীজাত পণ্যের প্রায় ৩৯ শতাংশ যায় আমেরিকায়। কিন্তু হামলার ফলে এই রপ্তানীতে ধ্বস নামে। ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের অর্থনীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলেছে- আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব- যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয়

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে The Economist পত্রিকার প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিলো 'The Day the world changed'। এই একটি শিরোনামেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার মুহূর্তে সারাবিশ্বের অর্থনৈতিক গতিধারা, প্রভাবক ও চলকসমূহের সক্রিয়তা, প্রকৃতি মন্দা হতে মন্দাতর অবস্থায় পৌছেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ফলে এর সৃষ্টি না হলেও ঐ হামলা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করেছে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকেই মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার সূচনা হয়েছিল। বছরের তৃতীয় ভাগে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এসে তা পুরোপুরি নিম্নমাত্রায় পৌছে। বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির হার পৌছে ১ শতাংশে। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৫ এর নিচে এলে মহামন্দা বলা হয়। মার্কিন অর্থনীতির সমস্যা ছিল অতি বিনিয়োগ। পুঁজিবাজার চাঙ্গা থাকায় বিনিয়োগ আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল। এতে কোম্পানীগুলো শেয়ার মূল্যকে জামানত হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলো। ডাউ ক্যামিক্যালস্ এর চেয়্যারম্যান ইউলিয়াম ম্যাড্রোপুলাস বলেছেন, আমাদের মূলধন বিনিয়োগ আসলে ফুঁলেফেঁপে উঠেছিল অবিশ্বাস্যভাবে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই বিনিয়োগ নেমে যায়। এ সময় বাজারের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা কমে যায় মারাত্মকভাবে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা এতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বড় বড় কোম্পানীগুলো বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ও টেলিকম সেক্টরের অতিকায় প্রতিষ্ঠান নিউসেন্ট, মটরোলা, হিউলেট প্যাকার্ড এবং এটিএন্ডটি শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করলে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতায় দুর্বলতর প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মার্কিন অর্থনীতির জগতে বেকার সমস্যার দৃশ্যপট নতুন রূপ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইকোনমিক পলিসি ইনষ্টিটিউটের একজন অর্থনীতিবিদ জায়ার্ড বার্ণসিন মন্তব্য করেছেন যে, এক দশকের মধ্যে এই প্রথম মার্কিন অর্থজগতে নিয়োগকর্তারা অন্য পন্থায় না গিয়ে শ্রমিক তাড়ানোর পন্থা বেছে নিয়েছে।[২] এই তাড়ানো শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশীরাও রয়েছে।

আমরা এমন এক ক্রান্তিকালে পতিত হয়েছি যেখানে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে উন্নতদেশের আংশিক ধ্বস তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে একেবারে মুমূর্ষু করে ফেলে। ২০০০ সাল হতেই জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিলো, ১১ সেপ্টেম্বরের আকস্মিক সন্ত্রাসী হামলায় তা এক দীর্ঘমেয়াদী মন্দায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান গ্রীন স্প্যান পর্যন্ত দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, এই হামলার অর্থনৈতিক প্রভাব এতই গভীর যে বিশ্বায়নের কেন্দ্রভূমি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও এই ধাক্কা সামলে ওঠা দীর্ঘ সময়ের কঠিন এবং কষ্টকর ব্যাপার।[৩] বিশ্বের সামগ্রিক GDP এর এক তৃতীয়াংশ আসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি হতে।[৪] স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল রাষ্ট্রের অর্থনীতি সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। UN এর সমীক্ষা বলছে, চলতি বর্ষে বিশ্ব ৩৫০০০ কোটি ডলার হ্রাসের সম্মুখিন হবে। IMF আশংকা করছে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধির হার ২.৪৩ থেকে ১.৪৩- এ নেমে দাঁড়াবে।[৫]

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর ডলারের মূল্যের পতন ঘটে। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসের পর এবারই প্রথম ডলারের মান সুইস ফ্রাঙ্কের বিপরীতে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে ইয়েন ও ইউরোর বিপরীতেও ডলারের মান দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জের পতনের মাধ্যমে।

দু'দিন বিশ্বের বৃহত্তম শেয়ার বাজার আমেরিকার 'ওয়াল ষ্ট্রিটের' কাজকর্ম বন্ধ থাকার পর লেনদেন শুরু হবার আগে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার দশমিক ৫ ভাগ কমিয়ে দেয়। এর ১ ঘণ্টা পর ব্যাংক অব কানাডা একই হারে সুদ কমানোর ঘোষণা দেয়। ওয়াল ষ্ট্রিটের শেয়ার পতনের প্রভাব এশিয়ার বাজারগুলোতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখেও ডোজোনস ইনডেক্সের শেয়ার মার্কিন অর্থনীতির ইতিহাসে সর্বনিম্ন ৭.১২ তে নেমে আসে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এর ৫৩৪ টি

স্টক ও NASDAQ এর ৭১৮ টি স্টকের মূল্য গত ৫২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। হামলার ফলে

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমেরিকার বিমান পরিবহন বাণিজ্য। (টেবিল-১)

টেবিল-১: মার্কিন বিমান পরিবহন কোম্পানীর শেয়ারের পতন ও লোক ছাঁটাই

এয়ার লাইন	শেয়ারের পতন	লোক ছাঁটাই এর পরিমাণ
আমেরিকান এয়ারলাইনস	৩৯%	৩০ হাজার
ইউ এস এয়ার ওয়েজ	৫২৩	২০ হাজার
কন্টিনেন্টাল এয়ার লাইনস	৪৯.৪৩	২৩ হাজার

(সূত্রঃ DCCI Seminar Key-note, Page-৫ ও দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০১)

নিউজউইক এর তথ্যানুসারে ১১ সেপ্টেম্বর টুইনটাওয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী ভবনে ধ্বস, পেন্টাগণের আংশিক ধ্বংস্ ও বোয়িং এর চারটি বিমান ধ্বংস- সবমিলিয়ে তাৎক্ষণিক কেবল অবকাঠামোগত ক্ষতির পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং এই ক্ষতি আগামী দুই বছরে ১০৫ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।[৬]

৩. ইউরোপ ও এশিয়ার অর্থনীতি ঃ কতটা বিপর্যস্ত হয়েছে?

জার্মানীর ড্রেজডেনার ব্যাংক এজি এক বছরের মধ্যে সাড়ে বারো হাজার শ্রমিক ছাঁটাই এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাপানের কম্পিউটার জায়ান্ট NEC চার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করবে। হিউলেট প্যাকার্ডের শেয়ার মূল্য ১.৯১ ডলার বা ৮% হ্রাস পেয়েছে। প্রিন্টার ও কম্পিউটার উৎপাদনকারী এই সংস্থাটি ছয় হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করছে।[৭] বিশ্বের পুঁজিপতি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, মার্কিন অর্থনীতির সাথে যাদের মুনাফার প্রবৃদ্ধি সরাসরি জড়িত, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে ও মন্দাশীল বাণিজ্যের আকস্মিক ধাক্কায় শ্রমিক-নির্বাহী-খরচ অলাভজনক হয়ে পড়ায় চলছে শ্রমিক ছাটাই করা ও দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে একীভূত হওয়ার প্রবণতা। মন্ট্রিলভিত্তিক এয়ার-কানাডা অর্থবছরের শেষে লোকসান দেয় ৭০.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮] তবে এই মন্দা যে পুরোপুরি সন্ত্রাসী হামলা পরবর্তী প্রভাব প্রসূত-তা নয়। দি ইকোনোমিস্ট হিসাব দিয়েছে, ২০০০ সালের প্রথম ভাগ থেকেই এ পর্যন্ত গড়ে ২৮% হারে শেয়ারের দাম কমে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ১০ লাখ কোটি (১০ ট্রিলিয়ন) ডলার খোয়া গেছে। এছাড়াও সন্ত্রাসী হামলার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলো হলো-

১) বিশ্ববাজারে তেল ও স্বর্ণের দাম বেড়ে যায়।
২) ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন শেয়ারের বাজারে সূচকের পতন ঘটে।
৩) ইয়েন ও ইউরোর বিপরীতে ডলারের দাম কমে।.
৪) পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য ওপেক বিশ্ববাজারে পর্যাপ্ত তেল সরবরাহের আশ্বাস দিলে ইউরোপের বাজারে আবার তেলের দাম কমে।

৫) মন্দা অর্থনীতি সামাল দেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের প্রস্তুতি নেয়।

৬) বীমার টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী ও বীমা পুন:বীমাকারী সংস্থাকে কোটি কোটি ডলার প্রদান করতে হয়।

৭) বিশ্ব বাণিজ্যের রপ্তানী ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস।

অর্থাৎ একথা পরিস্কার যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বর্তমান অবস্থার জন্য সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাটি মূল কারণ নয় বরং অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্রভাবক হিসাবে ধরা যায়।

৪. বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতির কি এমন যায় আসে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানতম উন্নয়ন অংশীদার। বাংলাদেশে যে বিদেশী বিনিয়োগ আসে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত মোট ৮৯টি মার্কিন প্রকল্প প্রস্তাব বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত হয়েছে। এতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪শ ৫০কোটি ৩০লক্ষ ডলার। ১৯৯৫-১৯৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ মোট ৩হাজার ৯৯কোটি ৪৩লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয় ১হাজার ১শ ৭৫কোটি ২১লক্ষ সমতুল্য ৫৫হাজার ৮শ ৪৫কোটি ৯৮লক্ষ টাকার পণ্য। অর্থাৎ বর্ণিত ৬ বছরে বাংলাদেশ যে পণ্য রপ্তানী করে তার ৩৬.২৪ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী করা পণ্যের ৩৮.৬৭ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। আলোচ্য ৬ বছরে বাংলাদেশে তৈরী পোষাকের ৫১ শতাংশ রপ্তানী করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে ।[৯] আর তাই এ নির্ভরতা।

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর সমগ্র বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব, অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধজনিত পরিবেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিবার্য প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট মতে চলতি অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭৮ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানী আয় কম হবে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতি অব্যাহত থাকলে বর্তমান অর্থবছরে (২০০১-২০০২) ওভেন পোশাক খাতে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৭ কোটি ডলার, নীটওয়্যার রপ্তানিতে ১৭ কোটি

ডলার, হিমায়িত খাদ্যে ১০ কোটি ডলার, পাট ও পাটজাত খাতে ৩ কোটি ডলার, চামড়া ও চামড়াজাত খাতে সাড়ে ৫ কোটি ডলার ও অন্যান্য খাতে আরো সাড়ে ৫ কোটি ডলার রপ্তানী আয় কমবে।[১০] অক্টোবর মাস হতেই কমে গেছে আমাদের বৈদেশীক মুদ্রার রিজার্ভ। একদিকে রপ্তানী কমেছে অন্যদিকে আমদানী বাড়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। বস্তুত যেকোনো দেশের অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ পড়ে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমদানি, রপ্তানী ও রাজস্ব এই ৩টি সূচকের বিশ্লেষণ সুস্থ অর্থনীতির পরিচায়ক নয়। আমদানি ব্যয় মেটানোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় খরচার কারণে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেশ কমেছে। বর্তমানে এই রিজার্ভ ১০৮৫.৩৫ মিলিয়ন ডলার যা দিয়ে মাত্র ৪২ দিন জাতীয় আমদানির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।[১১]

এ পরিস্থিতিতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুসরণে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করেছে। ইতোমধ্যে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য পরিসেবার দামও বাড়ানো হবে পর্যায়ক্রমে। ওয়াসা বলেছে, বিদ্যুতের দাম বাড়লে পানির দামও বাড়বে। জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে। ফলে পরিবহন খরচও বেড়ে গেছে। এই বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা টানতে হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই। গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য-বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন ব্যয়-বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এককথায় আভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপাদনশীল সবরকম উদ্যোগের ওপর জ্বালানীর মূল্য-বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফার্নেস অয়েলের দাম এক লাফে দ্বিগুণ হওয়ায় খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের মত অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বলাই বাহুল্য এতোসব দুর্ভোগ যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা ও আফগান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল।[১২]

আমেরিকার অর্থনীতিতে বিপর্যয়, USTDA ২০০০ (United States Trade Development Act) আইনের কারণে সাব সাহারান আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান ৭২ টি দেশের রপ্তানী পণ্য আমেরিকায় ডিউটি ফ্রী, কোটা ফ্রী প্রবেশাধিকার, আফগানিস্তানের যুদ্ধের ফলে আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের ভোগ্য পণ্যে ব্যয় হ্রাস, মন্দা, বেকারত্ব, ইত্যাদি কারণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন। আর তাই এই নিবন্ধে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক ক্রান্তি দশার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টাই মুখ্য।

টেবিল-২ঃ এক নজরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব

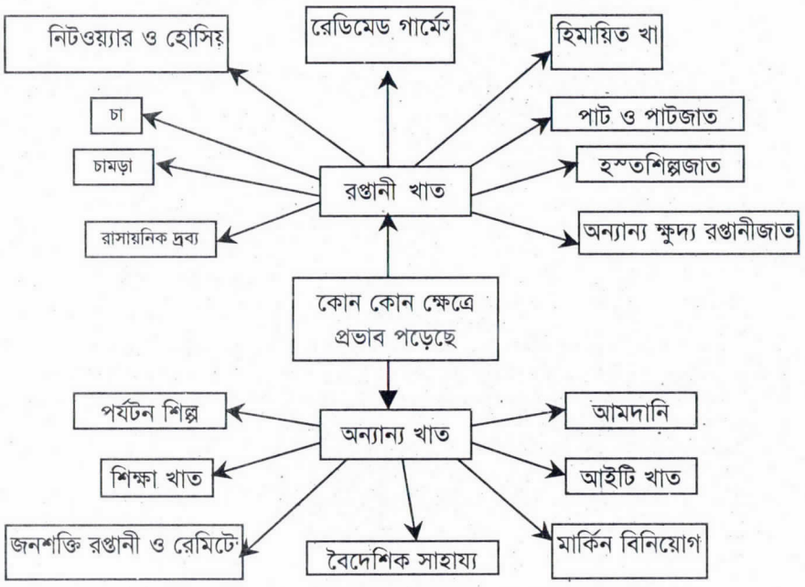

৬.১ সর্বাধিক আক্রান্ত খাতঃ বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প মার্কিন বাণিজ্যের উপর অত্যন্ত সক্রিয় এবং সংবেদনশীল ভাবে নির্ভর করে (টেবিল-৩)।

টেবিল-৩ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানীর প্রধান গন্তব্য

অর্থ-বছর	আমেরিকার রপ্তানী	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	কানাডা ও অন্যান্য রাষ্ট্র
১৯৯৭-৯৮	৪৪.২১%	৫১.১৬%	৪.৬৪%
১৯৯৮-৯৯	৪৪.৭৬%	৫০.৯৫%	৪.২৯%
১৯৯৯-০০	৪৫.৮০%	৪৯.৬৮%	৪.৫২%

(সূত্রঃ DCCI Seminar Key-note, Page-২)

টেবিল:৩ হতে দেখা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্য ক্রয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর শীর্ষে অবস্থান করে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবের সর্বাপেক্ষা প্রকট শিকার-বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প।এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর পরিসংখ্যানে (টেবিল-৪) দেখা যায় যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এর আগের বছরের তুলনায় বেশ নেতিবাচক।

টেবিল- ৪ঃ জুলাই-অক্টোবর ২০০১-২০০২ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী চিত্র

রপ্তানী খাত	প্রকৃত রপ্তানী জুলাই-অক্টো ২০০০-২০০১ (মিলিয়ন ডলার)	জুলাই-অক্টো ০০-০১ এর তুলনায় জুলাই অক্টো ০১-০২ সময়ের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় জুলাই-অক্টো ২০০১-২০০২ সময়ের শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি
কাঁচাপাট	২০.৯৬	(-) ২৩.৭১	(-) ৩১.৪৬
চা	১০.৫১	(-) ৩২.৬৪	(-) ২৯.২০
চামড়া	৭৬.৮৯	(-) ৩.৫১	(-) ২২.৭২
হিমায়িত খাদ্য	১৬৮.০৫	(-) ৩২.৮৪	(-) ১০.১৮
পাটজাত দ্রব্য	৮৬.৮৩	(-) ১৩.৩৫	(-) ১৭.৯২
হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	২.২৫	(+) ১৯.২২	(-) ২২.৮৫
তৈরী পোষাক	১১৫৬.৬৮	(-) ৯.৪৭	(-) ১৫.১০
নিটওয়্যার সামগ্রী	৪৯৬.৬২	(-) ৩.৩০	(-) ১৫.২৬
রাসায়নিক দ্রব্য	৪১.৩৬	(-) ২৪.৪০	(-) ১৪.৭৩
অন্যান্য	১৬৮.৮১	(-) ৫.৭৯	(-) ২০.৩৫
মোট	২২২৯.২৭	(-) ১০.০৬	(-) ১৬.১১

(সূত্রঃ এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো ও ব্যাংকার, মার্চ' ২০০২ সংখ্যা)

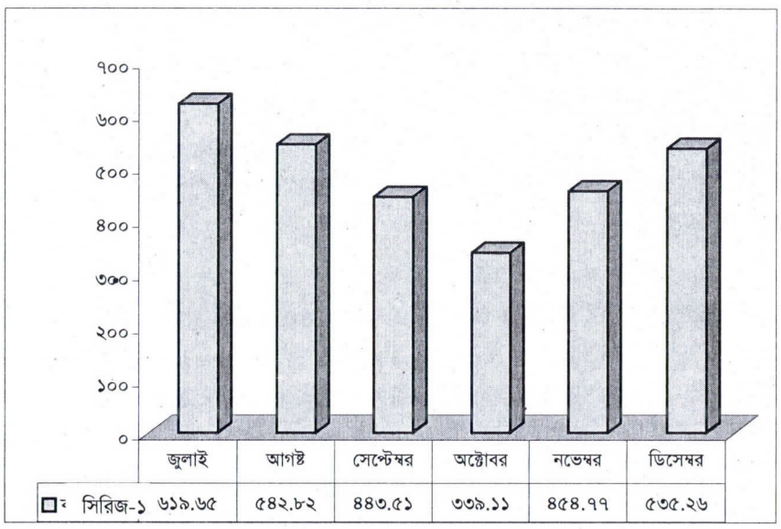

গ্রাফ-১: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানী মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি (মিলিয়ন ডলারে)
সূত্র: রপ্তানী বিবরণীর প্রতি মাসিক ফাইল, বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র, ইপিবি, স্ব-সংগৃহিত, ঢাকা।

এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর সূত্রানুসারে জুলাই'০১ এর রপ্তানী মূল্য ৬১৯.৬৫ মিঃ ডলার ও অক্টোবরের রপ্তানী মূল্য ৩৩৯.১১ মিঃ ডলার এর মধ্যে ২৮০.৫ মিলিয়ন ডলারের ব্যবধান দেখেই বোঝা যায় বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবারে, রপ্তানী পণ্যের প্রধান খাতগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো-

৬.১-ক তৈরী পোষাক শিল্প

ওভেন গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার অর্থাৎ তৈরী পোষাক শিল্প হলো বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী খাত। এই রপ্তানীর প্রায় চল্লিশ ভাগ এর ক্রেতা আমেরিকা।[১৩] EDP সূত্রানুসারে গত ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর ৮৭.৯২% রপ্তানী করে আয় হয়েছে ২১৯৮.৪৩ মিলিয়ন ডলার।[১৪] গত ২০০০ সালে USTAD-২০০০ বিলের মাধ্যমে সাব সাহারান আফ্রিকান ও ক্যারিরিয়ান ৭২টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত পোষাক রপ্তানীর প্রবেশাধিকার পায়। ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের চাহিদা যুক্তরাষ্ট্রে কমে গিয়েছে। ২০০১ সালের নভেম্বরে তৎকালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও BGMEA এর সভাপতির নেতৃত্বে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন টিম আমেরিকাতে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জনের চেষ্টা চালালেও সন্ত্রাসী হামলার পরোক্ষ প্রভাবে মার্কিন কংগ্রেস যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।[১৫] উপরন্তু হামলা পরবর্তী কথিত সন্ত্রাসী ওসামা বিন

লাদেনের আলকায়েদা নেটওয়ার্ক ও তালিবানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন পোষাক তৈরীর অর্ডারের অভাবে বাংলাদেশের সাড়ে তিন হাজার গার্মেন্টস-এর মধ্যে ১২০০ এর অধিক গার্মেন্টসে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সাড়ে চার লক্ষ গার্মেন্টস কর্মী বেকার হয়েছে এবং এই সেক্টরের ৫০০ কোটি ডলারের রপ্তানীর ৪০% ইতিমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে।[১৬]

১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে প্রথম তৈরী পোষাক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। সে সময় মাত্র ৯ টি গার্মেন্টস কারখানা থেকে জার্মানীতে বার্ষিক ৪০ হাজার শার্ট রপ্তানী করা হয়। এ সময় বার্ষিক রপ্তানী আয় ছিল মাত্র ১০ লাখ ডলার। ৮০'র দশকের শুরুতেই বাংলাদেশে তৈরী পোষাক শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে পোষাক শিল্পে রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলারে। পরের বছরই এ খাতে রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪ গুণ। ২০০০-০১ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানী আয় ছিল ২১৯ কোটি মার্কিন ডলার যা হামলার পর নেমে আসে ৬০-৮০ কোটি মার্কিন ডলারে যা আমাদের রপ্তানীখাতের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেও ভারত ও পাকিস্তান এ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। টেবিল-৫ এ দেখানো হয়েছে, কিভাবে ভারত ও পাকিস্তান লাভবান হয়েছে এবং কি ভাবে বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

টেবিল-৫: বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানী কমার চিত্র

	অক্টোবর, ২০০১	নভেম্বর,২০০১
বাংলাদেশ	-৮.৩২	-১৮.৪২
পাকিস্তান	১৮.৪৪	১৯.০৬
ভারত	৮.৯৫	২৩.২৪

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী, ১১, ২০০২

গত অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে পোশাক রপ্তানী ছিল ১৪৩ কোটি ডলার যা এবার ১২৮ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৭] দৈনিক সংবাদের এক রিপোর্ট অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের শেষ অবধি এদেশের ৩০টি পোশাক-শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা।[১৮] এ বিশাল ক্ষতির ফলে গার্মেন্টস প্রতিষ্টানসমূহের পক্ষে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া ৫০০০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৬.১-খ হিমায়িত খাদ্য

২০০১ সালের জানুয়ারী-অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে এই খাতে রপ্তানী আয় হয়েছে ২২ কোটি ৫৯ লাখ ডলার, যেখানে গত বছর ২০০০ সালের একই সময়ে আয় হয়েছিলো ৩৪ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত খাদ্যের মূল রপ্তানী পণ্য চিংড়ি, বর্তমানে দেশের কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন স্থানে আশংকাজনক কম মূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

টেবিল-৬ঃ সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর মূল্যমানের পতন

চিংড়ির মান	স্থানীয় বাজারে টন প্রতি মূল্য (সন্ত্রাসী হামলার পূর্বে)	বর্তমান মূল্য (সন্ত্রাসী হামলার পরে)
৩০ গ্রেড	৫ লাখ টাকা	২ লাখ ৫০ হাজার টাকা
৪৪ গ্রেড	৪ লাখ টাকা	১ লাখ ৮০ হাজার টাকা
৬৬ গ্রেড	২ লাখ ৮০ হাজার টাকা	১ লাখ ২০ হাজার টাকা
৯৮ গ্রেড	১ লাখ ৯০ হাজার টাকা	৯০ হাজার টাকা

(সূত্রঃ বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশান) প্রথম আলো,নভেম্বর ২১, ২০০১

রপ্তানী হ্রাসজনিত ক্ষতির সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে আশংকা ব্যক্ত করছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ২শ' কোটি টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এই অর্থবছরে রপ্তানী আয়ের এ খাতটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯শ' কোটিতে।[১৯] ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন প্রাপ্ত হিমায়িত চিংড়ী রপ্তানী কারখানা রয়েছে ৪৮টি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ১কোটি লোক জীবিকা নির্বাহ করতো চিংড়ি শিল্পের ওপর। সন্ত্রাসী হামলার ফলে ইতিমধ্যেই বিশটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাতে করে ব্যাপক সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।। চিংড়ি রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে ৪০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশ এবং বেকার হয়ে পড়েছে দেড় লাখ শ্রমিক। ফলে দেশে চিংড়ির বর্তমান উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন।[২০]

এই সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতা রোধে যদি আরও ব্যবস্থা নেয়া না হয় তবে বাংলাদেশের চিংড়ির অবশিষ্ট বাজারও যে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও মালেশিয়ার মত দেশ দখল করে ফেলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

৬.১-গ চামড়া শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্পের মধ্যে চামড়া উল্লেখযোগ্য। এটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানীমুখী শিল্প। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫০টি চামড়া কারখানা থেকে বছরে প্রায় ২০ কোটি ঘণফুট চামড়া উৎপন্ন হয়, যার ১৯ শতাংশ রপ্তানী হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়াও ইটালী, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, হংকং, জার্মানী, ব্রাজিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চামড়া রপ্তানী হচ্ছে। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ৬৫ হাজার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে চামড়া সেক্টর থেকে আয় হয়েছে ১৬২৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি টুইনটাওয়ারে বিমান হামলার ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ছোঁয়া লেগেছে আমাদের চামড়া শিল্পেও। ফলে বিপাকে পড়েছে ট্যানারী মালিকেরা।[২১]

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের হিসাবে টুইনটাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা এবং তার পরবর্তীতে আমেরিকা- আফগানযুদ্ধে বাংলাদেশের চামড়ার মূল্য ২৫% থেকে ৩০% হ্রাস পেয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে বিমান ও জাহাজ ভাড়া বেড়ে গেছে এবং এর সাথে যোগ হয়েছে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ অতিরিক্ত সারচার্জ।[২২] ফলে দেশের ১০০% রপ্তানী পণ্য চামড়া শিল্পের অবস্থা আজ খুবই নাজুক।

৬.১-ঘ চা শিল্প ও চামড়া শিল্প

দেশে চায়ের উৎপাদন এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হলেও এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে রপ্তানী হ্রাস ও নিলাম বাজারে চা এর দর পতনের তীব্র সংকট তৈরীর আশংকা। চা রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অবস্থান শীর্ষে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের ফলে চা বাজারে উক্ত দু'দেশই অনুপস্থিত। ইপিবির তথ্যানুসারে আলোচ্য সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ও রপ্তানী আয় হয়েছে যথাক্রমে ৩.৯৩ মিলিয়ন কেজি ও ৫৩ লাখ ডলার। বিগত ২০০০-২০০১ অর্থবছরে একই সময়ে দেশে চা রপ্তানীর পরিমাণ ও রপ্তানী আয় ছিলো যথাক্রমে ৫.৭৫ মিলিয়ন কেজি ও ৭৭ লাখ ডলার।

চা-বোর্ড বলছে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাংলাদেশ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১১২ কোটি ২১ লাখ টাকার ১৬.৬৩ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানী করেছে। এ সময় কেজি প্রতি চায়ের গড় মূল্য ছিলো ৬৩.৫৯ টাকা। পরবর্তীতে আফগান যুদ্ধের জের হিসাবে ২৭তম নিলামের আগ পর্যন্ত দর পতন অব্যাহত থাকে এবং ৫৪.৪৪ টাকা গড়ে প্রতিকেজি চা বিক্রি হয়েছে। অথচ দেশে বর্তমানে গড়ে প্রতিকেজি চায়ের

কেবল উৎপাদন মূল্যই ৫৮ টাকা। অর্থাৎ সংকটের চেহারা মারাত্মক রকমে অলাভজনক। আর তাই রপ্তানী কিঞ্চিত হ্রাস পেলেই চা শিল্পে নেমে আসবে অপূরণীয় বিপর্যয়।[২৩] গবেষকদের মতে, মূলতঃ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী চা-ক্রেতাদের নিলাম বাজারে অনুপস্থিতির কারণে এই সংকট তৈরী হয়েছে।

৬.১-ঙ পাট ও পাটজাত পণ্য ও অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্য

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে আমাদের দেশের পাটের চাহিদা বিশ্ববাজারে হ্রাস পেয়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় এবারে কাঁচা পাটের রপ্তানী কমেছে শতকরা ২১ ভাগ। ইতোমধ্যেই এই রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম। রপ্তানীকারকগণ আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, অন্যান্য বছর ২০-২২ লক্ষ বেল কাঁচা-পাট বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হলেও এ বছর ১২ লক্ষ বেল কাঁচা-পাট রপ্তানী করা সম্ভব হবে না।[২৪]

২০০০-২০০১ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে বাংলাদেশ ২৯৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। Quad (যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান, কানাডা) হতে এসেছে মোট আয়ের ৪৪%। বর্তমান সময়ে সিন্থেটিক পণ্যের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পাটজাত পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত কাজ করছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য খাতে সম্ভাব্য রপ্তানী আয় ৩৪৫ মিলিয়ন ডলার হলেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে লক্ষ্যমাত্রার চাইতে আয় ১০% অর্থাৎ ৩০ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পাবে।[২৫]

এছাড়াও সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে বাংলাদেশী অন্যান্য যে সকল পণ্যের রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে তাহলো, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (এটি কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়েছে), রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদী, কম্পিউটার সামগ্রি ইত্যাদি এবং এ সকল ক্ষেত্রে সম্মিলিত রপ্তানী হ্রাসের মূল্যমান ৫০ মিলিয়ন ডলার।

৬.২ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব

৬.২-ক আমদানী খাতে প্রভাবটা মূলতঃ পরোক্ষ

যুক্তরাষ্ট্র হতে বাংলাদেশে প্রতি বছর আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন খাদ্য-শস্য, খনিজ তেল, কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, প্রাণিজ ও ভেষজ-তৈল ও চর্বি, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র। ২০০০-২০০১ অর্থবছরেও যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৬৫০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু

জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১ অর্থ বছরে আমদানী হয়েছে মাত্র ৬২০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, অথচ তা গত বছরের তুলনায় ১১০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়বহুল। কারণ, জুলাই-অক্টোবর ২০০১ এই চার মাসে আমদানী মূল্য ১৫.৫৬ শতাংশ বেশী দিতে হয়েছে।[২৬] এই বাণিজ্যিক অসমতা নিরসনের জন্য মার্কিন পণ্য আমদানীর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন।

৬.২-খ রেমিটেন্সের উপর প্রভাব সীমিত কিন্তু জনশক্তির প্রবাহ হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বমন্দা রেমিটেন্স প্রবাহ অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহে ততটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি।[২৭] গত মার্চ ৬২০০২ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আসন্ন উন্নয়ন ফোরাম' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডির মতে, এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় থাকায় এটি অর্থনীতিকে সচল রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যার প্রবৃদ্ধির হার ২০.৪ শতাংশ।[২৮] কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী কর্মজীবী বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মধ্যে পতিত হয়েছেন তাহলো, স্থানীয় নিয়োগদাতাদের বিশ্বাসহীনতা। ফলে অন্যান্য মুসলিম চাকুরিজীবীদের মতো বাংলাদেশীরাও অমর্যাদাজনক গভীর অনিশ্চয়তায় দিনযাপন করছেন। অদক্ষ যে জনশক্তি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ চাকুরী-চ্যুত হয়ে পড়েছে এবং যারা এখনো চাকুরিতে বহাল আছে তাদের বেতন দেয়া হয়েছে কমিয়ে। অক্টোবর ২০০১ হতেই H1V- প্রফেশনাল ভিসায় মার্কিন চাকুরিতে বাংলাদেশী প্রযুক্তিবিদের নিয়োগ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর প্রবাহ অনির্ধারিত সময়ের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে যা ভবিষ্যতে দেশের রেমিট্যান্স-এর ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

৬.২-গ পর্যটন শিল্পে এসেছে স্থবিরতা

বাংলাদেশে পর্যটন কর্পোরেশনের সূত্রানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পর্যটকদের বাংলাদেশে আসার হার প্রতিমাসে ৪৬ শতাংশ কমে গিয়েছে।[২৯] ফলে পর্যটন শিল্পের মাসিক আয় গত জুলাই ২০০১ তারিখেও যেখানে ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ছিলো ডিসেম্বর' ০১ এ আয় কমে ৯ কোটি ৪০ লাখ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।[৩০]

সোনারগাঁও, শেরাটন হোটেলে পর্যটক কমে যাওয়ায় কর্মচারী ছাঁটাই-এর মতো ঘটনাও অনাকাঙ্খিতভাবে ঘটে গিয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চিহ্নিত ৭৩ টি ট্যুরিস্ট স্পটে পর্যটন মোটেল, রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউস, রেন্ট-এ-কার-ব্যবসা, সর্বক্ষেত্রেই মন্দা ও হতাশার চিহ্ন ব্যাপক। তবে এই সন্ত্রাসী হামলার বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে সর্বাপেক্ষা অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ইন্টারন্যাশন্যাল ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ Multilateral Tourism Development Initiatives (MTDI) প্রোজেক্টের সাড়ে বারোশো কোটি টাকার অনুদান বাতিল করা হয়েছে।[৩১] ফলে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনানী ও সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের অধিকারী বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের শক্তিমান উত্থানের সম্ভাবনা আরো দীর্ঘায়িত হয়ে পড়লো।

৬.২-ঘ আইটি খাতের গতি প্রকৃতিতে ডিজিটাল ডিভাইডের প্রবণতা বৃদ্ধি

বিজনেস উইকের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে দেখা যায় টুইনটাওয়ার হামলার ফলে মাইক্রো লেভেলে মূল ধারায় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের দর পতনের প্রতিক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও পড়েছে।[৩২]

পুঁজিতন্ত্রের মূলে সন্ত্রাসী হামলার এই ফলাবর্তন ধীরে ধীরে তৃতীয় বিশ্বকে ডিজিটালী উন্নত বিশ্ব হতে পৃথক করে ফেলার কর্তৃত্বকে আরো পুষ্ট করে তুলেছে। আর তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আট শিল্পোন্নত দেশে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সহায়তায় কেবল উন্নত বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহটা একটু বেশী। তার মানে, ইন্টার কন্টিনেন্টাল সাবমেরিন ফাইবার অপটিকস্ কেবলে বাংলাদেশের ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সংযুক্তির সম্ভাবনাকে ঐ সন্ত্রাসী হামলা আরো দুরে সরিয়ে দিয়েছে। কোন ট্রান্সন্যাশনাল নেটওয়ার্কিং কর্পোরেশনই বাংলাদেশের মত দরিদ্র তৃতীয়বিশ্বের দেশের এই কেবল সংযুক্তির টেন্ডার নেয়াকে লাভজনক ভাবছেনা।[৩৩] এর ফলে যতদিন না ইন্টারনেটের গতি সাবমেরিন কেবল সংযোগের মাধ্যমে দ্রুততর করা হবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যান্ড উইথ (Band width) এর অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় তথ্য প্রযুক্তিবিদগণ ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স ই-কর্পোরেশন, ই-মার্কেটিং নামক উচ্চতর ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তি গঠনের স্বপ্ন দেখা ছাড়া মূলত আর কিছু করতে পারছেন না।

৬.২-ঙ শিক্ষা খাতে ভিসা সমস্যা প্রবলতর হয়েছে

১১ সেপ্টেম্বর'২০০১ এর পরদিন হতেই বাংলাদেশী মেধাবী শিক্ষার্থী যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে আগ্রহী; মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক তাদের ভিসা আটকে

দেয়া এবং নতুন ভিসা নবায়ন না করার ফলে শিক্ষার্থীদের ভিসা সমস্যা ইতোমধ্যেই প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই সুযোগে অন্ততঃ ১৩ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উন্নত দেশসমূহে বিশেষ করে আমেরিকায় ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা দিতে সক্ষম, তারা ক্রেডিট প্রতি শিক্ষার্থীদের ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুটছে।[৩৪] তবে আশা করা যায় এই অবস্থা স্থায়ী নয় বরং স্বল্প সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের সহনীয় মাত্রার খরচে পড়ালেখা করার সুযোগ অবরুদ্ধ করে রাখবে।

৬.২-চ কমে গিয়েছে মার্কিন বৈদেশীক সাহায্য ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ দাতা-আর্থিক সহায়তা-নির্ভর। ২০০২ সালের শুরুতেই বিশ্বব্যাংক বৈদেশিক ঋণের প্রশ্নে বিভিন্ন খাতে ১৯ টি রিপোর্টের মাধ্যমে ৫০০ টি শর্ত, সুপারিশ এবং নির্দেশনা জারি করেছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া।[৩৫]

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও বিমান বন্দর ব্যবহারের প্রশ্নে কূটনৈতিক বিতর্ক এবং গ্যাস রপ্তানী ও মার্কিন বিনিয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে বেসরকারি কন্টেইনার নির্মাণ-প্রজেক্টের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের গা-বাঁচিয়ে চলা দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকায় বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের পলিসির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাই সন্ত্রাসী হামলার ফলে এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক কূটনীতির স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখেই মার্কিন বিনিয়োগে ভারতে গ্যাস রপ্তানীর প্রস্তাব পুনঃ মূল্যায়ন করতে বাধ্য হওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কারণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মার্কিন বিনিয়োগ ১১৭৮.৩৫ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ২০০০-২০০১ সালের প্রথমার্ধে এই বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বনিম্ন- মাত্র ০.০৮ মিলিয়ন ডলার।[৩৬] তাই এখন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আরো কৌশলী ও মনোযোগী হওয়ার প্রশ্ন তর্কাতিত। তবে তা যে কোন মূল্যে নয়।

৬.২-ছ জনশক্তি রপ্তানী খাত

বাংলাদেশের রপ্তানী খাতের মধ্যে অন্যতম একটি খাত হলো জনশক্তি। প্রতিবছর বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানী করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় দেড়-দুই বছর আগে থেকেই বিদেশে জনশক্তি রপ্তানী কমে আসছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর এখাতে রীতিমত ধ্বস নামে। ঐ ঘটনার পর বাংলাদেশ থেকে কোনো শ্রমিক বিদেশের কোনো দেশে প্রায় যায়নি বলা চলে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর জনশক্তি রপ্তানীর নতুন কোনো চুক্তি সই হওয়া দূরের কথা পূর্বে স্বাক্ষরকৃত চুক্তিগুলোর বেশিরভাগই বাতিল হয়ে যায়।

এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানীর পরিমাণ কম। ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানীর একটি বড় বাজার। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী মন্দার যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে এসব দেশগুলিতেও। বহু নির্মাণ কাজ এখন বন্ধ। নতুন জনশক্তি রপ্তানী তো দূরের কথা যারা গেছে ইতোমধ্যেই তাদের অনেকে কাজ পাচ্ছে না। ২০০০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে চাকুরি নিয়ে বিদেশে গমণকারীর সংখ্যা ছিল ১২৫১৬৭ জন। আর ২০০১ সালের একই সময় রপ্তানী হয়েছে ১৮১৮৯৭ জন।[৩৭] এ থেকেই জনশক্তি রপ্তানীর দৈন্যদশা চোখে পড়ে। যদিও সরকার আশা করছে ২০০১-২০০২ অর্থবছরেই তারা জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে যা হয়তো সুদূরপরাহত।

৭. এই সামগ্রিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয়

মার্কিন অর্থনীতির ভিত বিশ্বব্যাপী ও অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র একদিন তাদের বিপর্যস্ত অর্থনীতির দাপট পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বিশ্ব মন্দার ঘূর্ণিঝড়ে বিশৃংখল হয়ে পড়া বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন প্রয়োজন কার্যকর ইকোনোমিক পলিসি গ্রহণ করা এবং তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী করা ও স্থানীয় রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন ও মান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে,

ক. রপ্তানী পণ্যসমূহকে অধিক প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য রপ্তানী ঋণের সুদের হার ৮% এর নিচে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

খ. আমদানী ও রপ্তানী পণ্যে লীড টাইম হ্রাসের লক্ষ্যে বন্দরের কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি আবশ্যক। সেক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. পণ্যের উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি অনেক সুবিধা বয়ে আনে। তাই পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নপূর্বক উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. প্রয়োজনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গার্মেন্টস্ শিল্পের কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা আদায়ের বিষয়টি জোরদার করতে হবে।

ঙ. রপ্তানী বাণিজ্যকে আরো অধিক মাত্রায় উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানীকারকদের জন্য ব্যাংক সুদের হার কমাতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। গত অক্টোবর, ২০০১ থেকে ভারতের

রিজার্ভ ব্যাংক রপ্তানীকারকদের জন্য ব্যাংক সুদের হার ১ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে।[৩৮]

চ. গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বেশকিছু ননট্রেডিশনাল শিল্পখাত যেমন, সফ্টওয়্যার এবং ডাটা প্রসেস, লেদার এন্ড লেদার গুডস্, এগ্রোবেজড্ ইন্ডাষ্ট্রি, লাইট ইনজিনিয়ারিং ইলেকট্রনিকস্, জুয়েলারী গ্যাস বেইজ ইন্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি খাতে রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে যাতে রপ্তানী বহুমুখী করা যায়।

ছ. বিদেশে আমাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা প্রয়োজন। বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে আমাদেরকে একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে আমাদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জ. উন্নততর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক কেন্দ্রসমূহের সংগে আমাদের ভৌগলিক দূরত্বের অসুবিধা যথাসম্ভব লাঘব করতে হবে।

ঝ. রপ্তানী খাত বিকাশের জন্য আমাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় চলমান বিশ্বমন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠলেও ২০০৪ সালের পর কোটামুক্ত অবাধ রপ্তানী বাণিজ্যে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

ঞ. শিল্পোন্নত দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে প্রয়োজনে জয়েন্ট ভেনচার কোম্পানী গড়ে তোলা যেতে পারে।

ট. সর্বোপরি আমাদের দেশে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন। এ বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি কাগুজে ধারণাই থেকে যাবে-বলা যায়।

পরিশেষে এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন, ক্ষুধা, দারিদ্র ও অনুন্নয়নের সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে সুদৃঢ় ও গতিশীল অর্থনীতিকে ভিত্তি করে একদিন সফল জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে সেই সময়ই এখন আমাদের অপেক্ষার গন্তব্য।

৮. উপসংহার

১১ সেপ্টেম্বর- এর সন্ত্রাসী হামলায় সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে; বিশ্বায়নের বাস্তবতায় এই প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা বাংলাদেশের ওপরও পড়েছে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এখন অতিক্রম করছে সবচেয়ে বেশী অনিশ্চিত সময়। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করছে বিভিন্ন রপ্তানীজাত দ্রব্যের ওপর। সেপ্টেম্বরের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানীজাত পণ্যগুলোর রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানাভাবে। যেভাবেই হোক এ অবস্থা অতিক্রম করতে হবে। এ দুরবস্থা কেটে ওঠার জন্য বহুমুখী রপ্তানী ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। আর যেভাবেই হোক যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত গার্মেন্টস পণ্য প্রবেশাধিকার পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা থেকে এ-বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থাপনায় সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানী খাতে বিপর্যয় ঘটেছে। সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে- সে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা বেশ জরুরী। অর্থনৈতিক এ-সমস্যা সমাধানে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠাসহ অর্থনীতিকে সচল রাখার সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে আমাদের দেশের অর্থনীতির মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠা খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

তথ্য-সূত্র

১. http://www.mce.be/membership/articles/january1.htm

২. দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারী ১৪, ২০০২

৩. DCCI Seminar Key-note Paper, Terrorist Attacks in USA : Impact on Bangladesh Economy, Page-4, Dhaka

৪. ডিসিসিআই গবেষণা খসড়া, বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের রপ্তানীতে সম্ভাব্য প্রভাব ও সুপারিশ, পৃষ্ঠা-১

৫. DCCI Annual Report- ২০০১

৬. News week, Economic Shock waves, Sept 29, 2001, Page-60

৭. ব্যাংকার, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, অক্টোবর-২০০১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৯

৮. ব্যাংকার, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৩

৯. বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০১

১০. দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারী ১২, ২০০২

১১. BIISS Monthly Review. The Donors and the Bangladesh Economy. Nov` 01, Dhaka.

১২. ব্যাংকার, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৩

১৩. ব্যাংকার, একুশ শতকের অর্থনীতিঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট-২০০২, মার্চ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৫

১৪. DCCI Seminar Key-note, Page-10

১৫. Dhaka Courier, Effect of Terrorist Attacks on Twin Tower: How Real is Crisis in Garments Units? 14 Dec`2001, Page-10

১৬. দৈনিক সংবাদ, আমেরিকায় ডিউটি ও কোটামুক্ত গার্মেন্টস রপ্তানী, ২৫ অক্টোবর, ২০০১

১৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ফ্রেব্রুয়ারী ২, ২০০২

১৮. দৈনিক সংবাদ, নভেম্বর ২৫, ২০০১

১৯. সাপ্তাহিক ২০০০, ডিসেম্বর ১৪, ২০০১, বর্ষ-৪, সংখ্যা-২৬

২০. ব্যাংকার, দেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীতে অশনী সংকেত, জানুয়ারী ২০০২ সংখ্যা

২১. সাপ্তাহিক ২০০০, মার্চ ১,২০০২ বর্ষ-৪, সংখ্যা-৪১

২২. সাপ্তাহিক ২০০০, চামড়া শিল্পে সংকট, ১ মার্চ ২০০২ সংখ্যা।

২৩. ব্যাংকার, জানুয়ারী ২০০২, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৯

২৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারী ৩০, ২০০২

২৫. DCCI Recommendations research Draft

২৬. The Daily Star. The impact of World wide Recession and the Import Sustainity in Bangladesh, 3 Jan 2002.

২৭. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর' ২০০১

২৮. দৈনিক প্রথম আলো, 'অর্থনীতির বিপর্যয় কাটাতে জরুরী পুনরুদ্ধার কর্মসূচির তাগিদ' মার্চ ৭, ২০০১

২৯. Digonto, Biman Bangladesh Airlines In-flight Magazine. Oct-Dec 2001, Page-21.

৩০. দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারী-২০০২

৩১. www.bpcbd.com, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ওয়েব সাইটের প্রতিবেদন

৩২. কম্পিউটার জগত, আইটি খাতের বিপনন মন্দা- নভেম্বর'০১ পৃষ্ঠা-২৯

৩৩. ই-বিজ, বৃত্তাবন্দি প্রযুক্তি বিশ্বের মন্দাভাব কাটবে কী? ডিসেম্বর'২০০১

৩৪. তথ্যে বাংলাদেশ, ইনফরমেশন এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, জানুয়ারী, ২০০২

৩৫. BIISS Monthly Review, The Donors and Bangladesh Economy, Nov`2001

৩৬. DCCI Seminar Keynote Paper, Terrorist Attacks in USA: Impact on Bangladesh Economy, Page-10, Dhaka

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ১২, ২০০১

৩৮. দৈনিক প্রথম আলো, বর্তমান আফগান যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', অক্টোবর ১২, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষাণ্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ
- বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয়-সুতন্নি এমজে" ফন্ট।
- ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইছামিত অফসেট প্রেস, ১/১ ডি.আই.টি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।